165408 - জনকৈ খ্রস্টিানরে উত্থাপতি সংশয়: তার দাবী হচ্ছে যে, কুরআনে এমন কছিু আয়াত রয়ছেে যা “ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নইে” এ আয়াতরে সাথে সাংঘর্ষকি

প্রশ্ন

জনকৈ খ্রস্টিান আমার কাছে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করছে। আমি এই প্রশ্নটরি জবাব চাই; যাতে করে তাকে পাঠাতে পারি। সে বলে: কুরআনরে সূরা বাক্বারাতে আছে: “ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নইে”। এরপর আমরা কুরআনরে অন্যান্য স্থানে পাই যে, কুরআন মুশরকিদরেকে হত্যা করার প্রতি মুসলমিদরেকে উদ্বুদ্ধ করছে। “মুশরকিদরেকে যখোনে পাও সখোনে হত্যা কর”। এ আয়াত ছাড়াও অন্যান্য অনকে আয়াতে বধির্মীদরেকে হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে। এটি কি সবরিোধেতিা নয়?!!

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদু লল্লিাহ্; ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে জোর-জবরদস্তকিে নাকচ করা এবং মুশরকিদরে সাথে লড়াই করার নর্িদশে দয়োর মধ্যে কোন সবরিোধেতিা নইে। মুশরকিদরে বরিুদ্ধে লড়াই করার নর্িদশে তাদরেকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে করতে জবরদস্তি করার উদ্দশ্যে নয়। যদি তাই হত তাহলে ইহুদী, খ্রস্টিান ও অন্যান্যদরেকে ইসলাম ধর্মে প্রবশেে জবরদস্তি করা হত; যখন তাদরে উপর ইসলাম বজিয়ী হয়ছেে এবং তারা শাসকরে আনুগত্য মনেে নয়িছে। ইসলামরে ইতহিাস সম্পর্কে যার ছটিফেোঁটাও জানা রয়ছেে এমন প্রত্যকে ব্যক্তি জানে যে, এটি ঘটনেি। কবেল ইহুদী-খ্রস্টিানরো ইসলামী রাষ্ট্ররে শাসকরে অধীনে বসবাস করছেে এবং তারা সইে রাষ্ট্রে তাদরে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আয়াতে কতিাল (লড়াই) দ্বারা উদ্দশ্যে দুটো বষিয়:

এক: যারা মুসলমান রাষ্ট্ররে উপর হামলা করতে চায়, মুসলমানদরে দশেে কুফর ও কাফরেদরে আধপিত্য বস্তিার করতে চায় তাদরে বরিুদ্ধে লড়াই করা। এটি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে প্রতরিক্ষামূলক লড়াই। এ লড়াই প্রত্যকে দশেইে রয়ছেে ইতহিাস যার সাক্ষী; সইে দশেরে ধর্ম যটোই হোক না কনে। এটা যদি না হত তাহলে কোন রাষ্ট্র থাকত না, কোন সুলতানও থাকত না।

দুই: সইে ব্যক্তরি বরিুদ্ধে লড়াই করা; যইে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্র ধর্ম থকেে প্রতবিন্ধকতা তরৈী করে এবং মুসলমিদরেকে তাদরে প্রভুর ধর্মরে দকিে ডাকতে না দয়ে, ইসলামরে নূর প্রচার করতে না দয়ে; যাতে করে হদোয়তে সন্ধানী

তা দখেতে পারে এবং অমুসলমিদরেকে এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে না দয়ে। এটাকে বলে আক্রমনাত্মক জহিাদ। এই উভয় জহিাদই ইসলামী শরয়িতে অনুমোদতি।

ইবনুল আরাবী আল-মালকেি (রহঃ) বলনে: আল্লাহ্র বাণী: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (হত্যা কর)[সূরা তাওবা, আয়াত: ৫] সকল মুশরকিকরে ক্ষত্রেে আম (সামগ্রকি)। তবে সুন্নাহ্ এর পূর্বে যাদরেকে কথা আলোচতি হয়ছে তাদরেকে এই সামগ্রকিতা থকেে বশিষেতি করছে। যমেন- নারী, শশিু, পুরোহতি, সাধারণ মানুষ; ইতপিূর্বে যা আলোচতি হয়ছে তার আলোকে। সুতরাং মুশরকি শব্দরে আওতায় থকেে গলে: যোদ্ধা ও যে যুদ্ধরে জন্য ও নর্যিাতন করার জন্য প্রস্তুত। এভাবে স্পষ্ট হয়ে গলে য, আয়াতরে উদ্দশ্যে হচ্ছ: 'সইে সব মুশরকিদরেকে হত্যা কর যারা তোমাদরে বরিুদ্ধে যুদ্ধ কর'।"[আহকামুল কুরআন (৪/১৭৭) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "আমি মানুষরে বরিুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদষ্টি হয়ছেি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দয়ে য, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নইে এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়মে করে ও যাকাত প্রদান কর।" — এর উদ্দশ্যে হচ্ছে যোদ্ধাদরে বরিুদ্ধে লড়াই করা; যাদরে বরিুদ্ধে আল্লাহ্ লড়াই করার অনুমতি দয়িছেনে। সন্ধবিদ্ধদরেকে এখানে উদ্দশ্যে করা হয়নি; যাদরে সাথে কৃত সন্ধি আল্লাহ্ পূরণ করার নর্দিশে দয়িছেনে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২০/১৯) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে: লড়াই হবে তাদরে সাথে যারা আমরা আল্লাহ্র ধর্মকে বজিয়ী করতে চাইলে আমাদরে বরিুদ্ধে লড়াই কর। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: 'আর যারা তোমাদরে বরিুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদরে বরিুদ্ধে যুদ্ধ কর; কন্তিু সীমালংঘন করো না। নশ্চিয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদরেকে ভালবাসনে না।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯০][মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৫৪)]

এর পক্ষে আরও প্রমাণ বহন করে যা বুরাইদা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সন্যৈদলরে উপর কংিবা অভযিানরে উপর কাউকে আমীর বানাতনে তখন তনিি তাকে তাকওয়া অবলম্বন করার এবং তার সাথে থাকা মুসলমিদরে কল্যাণরে ব্যাপারে সবশিষে উপদশে দতিনে। এরপর তনিি বলতনে:... যখন তুমি তোমার শত্রু মুশরকিদরে মুখোমুখি হবে তখন তুমি তাদরেকে তনিটি বষিয়রে দকিে আহ্বান কর; এগুলোর মধ্যে যটেতিে তারা সাড়া দয়ে তাদরে কাছ থকেে সটেইি গ্রহণ কর এবং তাদরে সাথে লড়াই পরহিার কর। তাদরেকে ইসলামরে দাওয়াত দবি; যদি তারা সাড়া দয়ে তাহলে সটেি গ্রহণ করবে এবং তাদরে সাথে লড়াই পরহিার করব। এরপর তাদরেকে তাদরে দশেত্যাগরে আহ্বান করব। যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদরেকে জযিয়িা দতিে বলব। যদি তারা এতে সাড়া দয়ে তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং তাদরে সাথে লড়াই করা থকেে বরিত থাকব। আর যদি তারা এতওে অস্বীকৃতি জানায় তাহরে আল্লাহ্র সাহায্য চয়েে তাদরে বরিুদ্ধে লড়াই-এ নমেে যাও।[সহহি মুসলমি (১৭৩১)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বুরাইদা (রাঃ) এর হাদসিরে শক্ষিাগুলো উল্লখে করতে গয়িে বলনে: এর মধ্যে রয়ছে: জযিয়িা প্রত্যকে কাফরে থকেে গ্রহণ করা হবে। এটি হাদসিটরি সরাসরি বাহ্যকি মর্ম। এর থকেে কোন কাফরেকে বাদ দয়ো হয়নি। এবং এমনটি বলাও যাবে না য, এটি আহলে কতিাবদরে জন্য খাস। কনেনা হাদসিরে ভাষ্য আহলে কতিাবদরে জন্য খাস করাকে নাকচ করে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অভযিানগুলো ও তাঁর অধকিাংশ সনোদল ছলি মূর্তপিূজারী আরবদরে বরিুদ্ধে। এ কথাও বলা সঠকি নয় য, কুরআনে কারীম প্রমাণ করছে য, এটি আহলে কতিাবদরে জন্য খাস। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা আহলে কতিাবদরে বরিুদ্ধে লড়াই করার নর্দিশে দয়িছেনে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জযিয়িা প্রদান করে। সুতরাং আহলে কতিাবদরে থকেে জযিয়িা নয়ো হবে কুরআনরে দললিরে ভত্তিতি। আর সাধারণ সব কাফরেদরে থকেে জযিয়িা গ্রহণ করা হবে সুন্নাহ্র দললিরে ভত্তিতি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজুসদরে কাছ থকেইে জযিয়িা নয়িছেনে। তারা হচ্ছে অগ্নি উপাসক। তাদরে মাঝে ও মূর্তপিূজকদরে মাঝে কোন তফাৎ নইে।[আহকামু আহললি যম্মিা (১/৮৯)]

এটি স্পষ্ট বষিয় য, যে ব্যক্তকিে তার ধর্মে অটল থাকার স্বীকৃতি দয়ো হয়ছেে ও তার থকেে জযিয়িা নয়ো; সইে ব্যক্তরি বরিুদ্ধে লড়াই করার কংিবা তাকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে করতে বাধ্য করার আদশে দয়ো হয়নি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।